আবিষ্কার গাইড - ২৬

আজকের দিনে কি ঈশ্বরের মন্ডলী পাওয়া যাবে ?

নানান প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী বারংবার বিশেষ বিশেষ বার্তা জগতে প্রেরণ করেছেন । পাপ জগৎকে কলুষিত করার পর আম এবং হবাকে সাহায্যের জন্য তিনি এক বার্তা দিয়েছিলেন । বন্যার মহাপ্লাবনের পূর্বে তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর মহান বার্তা ; অশ্বরীয় ব্যাবিলোনীর হুমকির প্রাক্কালে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন । যীশু তাঁর প্রজন্মের জন্য নিয়ে এসেছিলেন এক বিশেষ সুসমাচার, আর আমাদের এখনকার সময়ের জন্য ঈশ্বরের স্বকণ্ঠ হতে উৎসারিত হয়েছে যুগোপযোগী সুসমাচার ।

প্রকাশিত বাক্য ১২ এবং ১ অধ্যায়ে আজকের দিনের জন্য ঈশ্বরের সুসংবাদের সারমর্ম পাওয়া যায় । এই আবিষ্কার গাইডটিতে এবং এর পরের গাইডে আমরা ঐ বিশেষ সুসমাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করব ।

১। যীশু মন্ডলীর স্থাপন করেছিলেন

যীশুর প্রতিষ্ঠিত পৈরিতিক মন্ডলীতে যীশুর জীবন ও শিক্ষামালা বিশ্বাসের এবং আন্তরিক সহভাগিতার ঐক্য স্থাপন করেছিল ।

প্রেরিতগণ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন । পৌল সেই ঘনিষ্ট বন্ধনকে বিবাহ -সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঃ

‘‘কেননা আমি তোমাদের সতী কন্যা বলে একই বর খ্রিস্টের হাতে সমর্পণ করার জন্য বাগদান করেছি ।’’ - ২ করি ১১ ঃ ২

পৌলের কথায়, খ্রিস্টিয় মন্ডলী একজন সাধ্বী স্ত্রীলোক , খ্রিস্টের কনে, খ্রিস্টের প্রাণপ্রিয় মন্ডলীর উপযুক্ত প্রতীক ।

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলকে বা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বর্ণনা করতে একই উপমা ব্যবহার করা হয়েছে । ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বলেছিলেন ঃ ‘‘কন্যা হিসাবে তোমরা আমাকে ভালোবাস’’ (যিরমিয় ২ ঃ ২) ‘‘আমি তোমাদের স্বামী’’ (যিরমিয় ৩ ঃ ১৪)।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিও মন্ডলীকে স্ত্রীলোক হিসাবে উল্লেখ করে ঃ

‘‘আর স্বর্গের মধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখ গেল । একটি স্ত্রীলোক ছিল, সূর্য তার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তার পায়ের নীচে এক তার মাথায় উপরে দ্বাদশ তরার এক মুকুট । ’’ -- প্রকা ১২ ঃ ১

(১) স্ত্রীলোকটি ‘‘সূর্যের পোশাকে আবৃত’’

এতে বোঝা যায় মন্ডলী সূর্যের ন্যায় স্বতঃপ্রভ, কারণ তা ক্রিস্টের গৌরব জ্যোতির পোশাক পরিহিতা । যীশু, জগতের জ্যোতি (যোহন ঃ ১২) মন্ডলীর সভ্যদের মাধ্যমে কিরণ ছড়ান, এবং পর্যায়ক্রমে তারা ‘‘জগতের জ্যোতিতে’’ (মথি ৫ঃ ১৪) পর্যবসিত হন ।

(২) স্ত্রীলোকের ‘‘পায়ের নীচে চন্দ্র আছে’’

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেদের বলিদান ও আচার অনুষ্ঠানে সুসমাচারের প্রতিফলিত আলোককে চন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে । চন্দ্র ‘‘তার পায়ের নীচে’’ বলতে এই বোঝায় যে সুসমাচারের প্রতিফলিত আলোর স্থানে স্বয়ং খ্রিস্টের পরিচর্যা উপস্থিত হয়েছে ।

(৩) স্ত্রীলোকটির মাথায় ‘‘দ্বাদশ তারার এক মুকুট ’’

তারাগুলি দ্বাদশ প্রেরিতের উপযুক্ত প্রতীক, যে মহান মানুষদের সাক্ষ্যের জ্যোতি আজকের দিনে উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয়, তারাও ঐ নামের অন্তর্ভূক্ত ।

পরিষ্কারভাবে এই স্ত্রীলোকটির বর্ণনা থেকে সূচিত হয় যে, যোহনের মনে, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েল নতুন নিয়মে যীশু প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীতে পর্যবসিত হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি প্রকট ছিল । সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সুসমাচারের সহভাগিতায় খ্রিস্টীয় মন্ডলীর আলোকদায়ী পরিচর্যার উপর জোর দেয় ।

২। শয়তানের পরাজয়ের কাহিনী

‘‘সে গর্ভবতী, আর ব্যাথায় চেঁচাচ্ছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাচ্ছে আর স্বর্গের মধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল , দেখ এক প্রকান্ড লোহিতবর্ণ নাগ ; আর সাতটি মাথা ও দশটি সিং এবং সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট, আর তার লেজ আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করল । যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করতে উদ্যত, সেই নাগ আর সামনে দাঁড়াল, যেন সে প্রসব - করা মাত্রই তার সন্তানকে গ্রাস করতে পারে । পরে সেই স্ত্রীলোকটি এক পুত্রসন্তান প্রসব করল, তিনি লৌহদন্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন ।’’ -- প্রকা ১২ ঃ ২ - ৫

এই নাটকে তিনটি প্রধান চরিত্র অংশগ্রহণ করেছন ।

(১) স্ত্রীলোকটি, আমরা জেনেছি যে ঈশ্বরের মন্ডলী

(২) পুত্রসন্তান, যাকে স্ত্রীলোকটি প্রসব করেন তিনি ‘‘ঈশ্বরের ও তাঁর সিংহাসনের কাছে নীত হলেন’’ এবং একদিন সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন ।‘‘আজ পর্যন্ত যত শিশু জগতে জন্মেছেন , তাদের মধ্যে যীশুই একমাত্র শিশু যাকে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং যিনি একদিন সমগ্র জাতিকে শাসন করবেন ।

(৩) নাগ দিয়াবল বা শয়তানের প্রতীক ।

‘‘আর স্বর্গে যুদ্ধ হল; মীখায়েল ও তাঁর দূতগণ ঐ নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । তাতে ঐ নাগ ও তার দূতগণ ও যুদ্ধ করল, কিন্তু জয়ী হল না, এবং স্বর্গে তাদের স্থান আর পাওয়া গেল না । আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হল; এ সেই পুরাতন সাপ যাকে দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, যে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হল এবং তার দূতগণ ও তার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হল’’ । -- প্রকা ১২ ঃ ৭ - ৯

প্রতীকগুলি বুঝতে পারলে চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে । যখন শয়তান ও তার দূতগণ ‘‘স্বর্গে তাদের স্থান হারালেন, ‘‘তারা ‘‘পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হলেন । ’’ যীশু যখন এই জগতে জন্মালেন, শয়তান যীশুকে, সেই পুত্রসন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলার চেষ্টা করলেন । তিনি ব্যর্থ হলেন এবং যীশুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে ‘‘তুলে নেওয়া হল ।’’

শয়তান তখন খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর বিলোপসাধন কল্পে যাত্রা শুরু করলেন। এই জগতে খ্রিস্ট এবং শয়তানের এই সংগ্রামের ঝলক প্রকাশিত বাক্যের লেখক প্রেরিত যোহন দেখেছিলেন । খ্রিস্টের ক্রুশারোহণ পর্বে যখন যুদ্ধ চূড়ান্ত সীমায় পৌছায়, যোহন স্বর্গ থেকে উচ্চারিত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পান ঃ

‘‘এখন পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের এবং কর্তৃত্ব তাঁর খ্রীস্টের অধিকার হল ; কেননা যে আমাদের ভ্রাতৃগণের উপরে দোষারোপ করে, সেনিপাতিত হল ।’’ -- প্রকা ১২ ঃ ১০ (যোহন ১২ ঃ ৩১ পদ লুক ১০ ঃ ১৮ পদের তুলনা করুন ।)

ক্রুশে যীশু শয়তানের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন । তারপর তিনি ‘‘পরিত্রাণ’’ পরিকল্পনার নিশ্চয়তা দৃঢ় করেন এবং শয়তানের প্রতারণা প্রতিহত করার ‘‘ক্ষমতা’’ দান করেন । ‘‘ঈশ্বরের রাজা’’ অধিকৃত হল এবং আমাদের মহাযাজক ও রাজা হিসাবে মুক্তিদাতার ‘‘কর্তৃত্ব নিশ্চিত হয়ে গেল ।

‘‘এখন পরিত্রাণ এসে গেছে ’’ বলতে ইতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনা আবির্ভাব হয়েছে (পদ ৫) । শয়তানের হিংস্র প্রলোভন সত্ত্বেও যীশু নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন করেছেন এবং মরে পাপ ও মৃত্যুকে জয় করে ও পুনরুত্থিত হয়েছেন (পদ ১০) ।

শয়তান চিরতরে পরাজিত হয়ে গেছেন (পদ ৭ - ৯) । ক্রুশ তার পূর্ণ ক্ষমতায় বিকশিত হয়েছে ।

‘‘ পরিত্রাণ এখন সন্নিকট’’ , ঘোষণাটি শুধু যোহনের নয়, সমগ্র জগতের জন্য মঙ্গলদায়ক ।

‘‘অতত্রব , হে স্বর্গ ! আনন্দিত হও ; তোমরা যারা সেখানে বাস করো, আনন্দিত হও, কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্র ধিক তোমাদের কারণ শয়তান তোমাদের উপর নেমে এসেছে । শয়তান রাগে ফুলে উঠেছে । কারণ সে জানে তার সময় নেই ।’’ -- প্রকা ১২ ঃ ১২

সমগ্র স্বর্গ যীশুর বিজয়ে আনন্দিত হয়েছে,। যীশু শয়তানের স্বর্গীয় দাবির ন্যায় আমাদের পৃথিবীর উপর থেকে তা সকল প্রকার দাবিকে নষ্ট করে দিয়েছেন চিরতরে ।

৩। শয়তানের সঙ্গে সংঘর্ষে খ্রীস্টীয় মন্ডলী

যীশু স্বর্গারোহণের পূর্বে খ্রিস্টীয় মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (স্ত্রীলোকটি মন্ডলীর প্রতীক) । তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু খ্রিস্টীয় মন্ডলীকে শয়তানকে জয় করার ক্ষমতা দিয়েছে ।

‘‘আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত এবং আপন আপন সাক্ষের বাক্য প্রযুক্ত, তারা তাকে জয় করেছে । আর তারা মত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করেনি ।’’ - প্রকা ১২ ঃ ১১

এখন খ্রিস্ট তঁর বিজয়ের ফলশ্রুতু, তাঁর ক্ষমতা মন্ডলীকে দিতে সক্ষম । ক্রুশে যীশু শয়তানের উপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হয়েছেন এবং এখন তিনি মন্ডলীর মাধ্যমে সেই বিজয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছেন । খ্রিস্টীয় যুগের বিগত শতাব্দীগুলিতে বিজয়ী মন্ডলীর তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ঃ

(১) ‘‘তারা মেষশাবকের রক্তের মাধ্যমে তাকে (শয়তান) জয় করেছে।’’

যীশু তার অনুগামীদের তাই তাঁকে ঈশ্বরের সিংহাসনে তুলে নেওয়া হয়েছিল । আমাদের পাপের হিসাব-নিকাশ তিনি আপন রক্তের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দিতে পারেন (১ যোহন ১ ঃ ৭), এবং দিনের পর দিন স্বস্থ্যময় খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করার ক্ষমতা দিতে পারেন ।

(২) ''তারা মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের প্রাণকেওপ্রিয় জ্ঞান করেনি ।''

''মেষশাবকের রক্তের জন্য'' খ্রিস্টের কারণে তারা মৃত্যুবরণ করতে কুণ্ঠাবাধ করেনি ; তারা মৃত্যু থেকে সংকুচিত হয়নি । ''ঈশ্বর ভীষণভাবে যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তাই খ্রিস্টীয়ান সাক্ষ্যমরগণও মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগ করতে সম্মত হয়েছেন । একজন শিশু পর্যন্ত এই বলিদান দিতে পিছ পা হয়নি ।

নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য রাষ্ট্রকে না -দিয়ে খিস্টকে দেওয়ার জন্য রোমীয় শাসক একজন স্তীলোককে সিংহের গর্তে ফেলে দেয় । এমন একজন মায়ের গল্প আমরা শুনে থাকি । তার শিশুকন্যাটি ভয়ে আঁৎকে ওঠার পরিবর্তে , গভীর প্রার্থনায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে । যখন সিংহেরা তার মাকে আক্রমণ করে, সে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ''আমিও খ্রিস্টীয়ান ।''

রোমান সৈন্যেরা তাকে গ্রেপ্তার করল এবং ঐ ক্ষুধার্ত পশুগলির মুখে তাকে নিক্ষেপ করল ।

(৩) ''তারা নিজেদের সাক্ষ্যের বাক্য দ্বারা তাকে (শয়তানকে) জয় করেছে ।''

বাক্যের চাতুর্যে নয়, তাদের সাক্ষ্যের বাক্যে -- তাদের জীবনসাক্ষ্যের দ্বারা, যীশু ও তাঁর সুসমাচারের ক্ষমতা প্রতি তাদের সাক্ষ্য জীবন্ত । খ্রিস্টীয় যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে একদল খ্রিস্টসেনা -- আদিম মন্ডলী থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার পর্যন্ত -- তাদের সামনে নিক্ষেপ করা শয়তানের সমস্ত অজাচার ও কদাচারকে জয় করেছেন কেবলমাত্র তাদের জীবনের প্রগতিশীল সাক্ষ্যের মাধ্যমে ।

প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১১ পদে আমরা বিজয়ী মানুষে পরিপূর্ণ একটি বিজয়ীমন্ডলীর চিত্র পাই ঃ প্রেরিতগণ, সাক্ষ্যমরগণ, সংস্কারক - দল অন্যান্য বিশ্বাসী খ্রিস্টীয়ানগণ এই মন্ডলীর অন্তর্গত । তাদের মহানুভবতা, বিশবস্ততা, সাহসিকতা ও বিজয়োল্লাস বিগত শতাব্দীগুলিতে জগৎকে কম্পিত ও আলোড়িত করে এসেছে ।

যীশু জগতে জন্ম নেওয়ার পর শয়তান তাঁকে ধ্বংস করতে অপারগ হয়েছিলেন বলে সে এখন খ্রিস্টের নিবাসস্থল মন্ডলীকে নস্যাৎ করতে চায় ।

''পরে যখন নাগ দেখল সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্রসন্তানটি প্রসব করেছিল, সে সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি তাড়না করতে লাগল । তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে বহৎ ঈগল পক্ষীর দুটি ডানা দত্ত হল, যেন সে প্রান্তরে, নিজ স্থানে উড়ে যায়, যেখানে ঐ নাগের দৃষ্টি হতে দূরে এক কাল, দু ''কাল অর্ধকাল'' পর্যন্ত সে প্রতি পালিত হয় । পরে সেই সাপ নিজের মুখ হতে স্ত্রীলোকটির পেছনে নদীবৎ জলধারা উদ্গীরণ করল, যেন তাকে স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে । আর পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করল, পৃথিবী আপন মুখ খুলে নাগের মুখ হতে উদ্গীর্ণ নদী কবলিত করল ।''
-- প্রকা ১২ ঃ ১৩-১৬

ঠিক যেমন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, খ্রিস্টীয় যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে শয়তান একটি তাড়নার ''নদী'' প্রেরণ করে মন্ডলীকে ''তার তীব্র স্রোতে'' ''ভাসিয়ে'' নিয়ে যেতে । মন্ডলীকে ধ্বংস করে শয়তান খ্রিস্টের প্রভাবকে মুছে দিতে চায়, তাই সে তা প্রতিটি কুটকৌশল ও চাতুর্যকে কাজে লাগাচ্ছে । নাগ প্রাথমিকভাবে শয়তানকে নির্দেশ করে । কিন্তু স্মরণে রাখবেন, শয়তান ঈশ্বরের লোকেদের আক্রমণ করার জন্য আপন ভূমিকার মানব - প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে । জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যীশু - খ্রিস্টকে মারার জন্য সে রোমান নৃপতি হেরোদকে ব্যবহার করেছিল । মুক্তিদাতাকে বিব্রত ও ঝঞ্ঝাটে ফেলার জন্য সে খ্রিস্টের ঈর্ষাপরায়ণ ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দিয়ে কাজ করে এবং শেষে তাঁর ক্রুশীয় নিধনে সে সন্তোষ লাভ করে । কিন্তু শয়তানের আপাত জয় খ্রিস্টের মহাবিজয়ে পরিণত হয়েছে । ক্রুশে তার ভয়ানক পরাজয়ে, শয়তান খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর বিরুদ্ধে সমস্ত রাগ প্রকট করছে । খ্রিস্টের ক্রুশারোপণের পরের দশকগুলিতে হাজার হাজার মানুষ (রোমের রাজদ্বারে, নগরে, অন্ধকার কারাকক্ষে ও জনশূন্য মরু - এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছেন) ।

আবিষ্কার উত্তরপত্র - ২৬

আজকের দিনে ঈশ্বরের মন্ডলী পাওয়া যাবে ?

আবিষ্কার গাইড ২৬ পাঠ করে আপনার উওরপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে সূর্যের পোষাকে স্ত্রীলোকটি
____ খ্রিস্টীয় মন্ডলী ।
____ ইস্রায়েলের যিহূদী রাজ্য ।

২। স্ত্রীলোকটি যে সন্তানটির জন্ম দিলেন তিনি হচ্ছেন
____ খ্রিস্ট ।
____ শয়তান ।

জন্মের পরের তাঁর শিশুটিকে যে নাগ গ্রাস করতে চাইলেন তিনি হলেন
____ শয়তান ।
____ ধর্মীয় নেতৃগণ ।

যীশু কোনো একদিন শয়তনকে ধ্বংস করা সম্ভব করেছেন
____ যখন তিনি জন্মেছেন ।
____ যখন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন ।

৩। খ্রিস্টীয়মন্ডলী শয়তানকে জয় করতে পারেন
____ খ্রিস্টের শুচিকর রক্তের মাধ্যমে ।
____ তাদের জীবন - সাক্ষ্যের মধ্যমে ।

৪। পৃথিবীর ইতিহাসে এই শেষ সময়ে ঈশ্বরের সত্যমন্ডলী
____ প্রগতিশীল খ্রিস্টীয় জীবনধারার মাধ্যমে যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করেন ।
____ ভাববাণীর দান পেয়েছেন ।
____ ঈশ্বরের ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছেন এবং রবিবারে উপাসনা করেন ।
____ সমেত ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করে খ্রিস্টের প্রতি যথাযথ প্রেম প্রদর্শন করেন ।